“পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার
সর্বাত্মক সেবাই অঙ্গীকার”

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় স্বাধীনতাত্তোর ভঙ্গুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট পরিদপ্তরটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুকূলে পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ ভ্রমণেচ্ছুক বিদেশিদের অনুকূলে ভিসা ইস্যু, বাংলাদেশি/বিদেশি নাগরিকগণের বাংলাদেশে আগমন ও বাংলাদেশ হতে বহির্গমন, বাংলাদেশে বিদেশিদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থার (এক্সিকিউটিভ এজেন্সি) ভুমিকা পালনই ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মূখ্য দায়িত্ব।

রূপকল্প : বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদকরণ এবং বিদেশি নাগরিকদের বহিরাগমন প্রক্রিয়া সহজিকরণ।

অভিলক্ষ্য : বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অত্যাধুনিক পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থান সহজিকরণের লক্ষ্যে ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং সর্বাধুনিক বহিরাগমন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে বহিরাগমন সম্পন্নকরণ।

কার্যক্রম :

১. বাংলাদেশি নাগরিকদের সাধারণ/অফিসিয়াল/ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান।

২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ।

৩. বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং ভিসা এক্সেম্পশন চুক্তির আওতায় আগত বিদেশিদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা প্রদান।

৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ক ভিসা অব্যাহতি স্টিকার প্রদান।

৫. বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কালো তালিকা সংরক্ষণ এবং ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তিকরণ।

৬. বিদেশিদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচিতি সনদ (Certificate of Identity) প্রদান।

৭. বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান।

৮. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কনস্যুলার উইংয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৯. মুদ্রিত পাসপোর্ট, ভিসা স্টিকার, ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

১০. পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদানে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

সময়ের সাথে অগ্রযাত্রা :

১৯৬২	**:**	**পরিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু। জোনাল কার্যালয় ঢাকা এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা এ ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।**
১৯৭২	:	পরিদপ্তর হতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।
১৯৭৩	:	পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়।
১৯৮১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল সৃজন করা হয়।
১৯৯৮	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোর এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অন অ্যারাইভাল ভিসা সেল সৃজন করা হয়।
২০০১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজন করা হয়।
২০১০	:	১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৬টি ভিসা সেল, ৯টি বহিরাগমন চেকপোস্ট এবং পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা (ICAO) এর গাইডলাইন অনুযায়ী মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন করা হয়।
২০১১	:	নতুন ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। ফলে দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০১৬	:	ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়, ঢাকা নামে ২টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়।
২০২০	:	উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ১ম দেশ হিসেবে উচ্চ নিরাপত্তা ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন করা হয়।
২০২৩	:	ঢাকা পূর্ব (আফতাবনগর) এবং ঢাকা পশ্চিম (মোহাম্মদপুর) নামে ২টি নূতন অফিস সৃজন করা হয়।

উল্লেখযোগ্য অর্জন :

বিবরণ	**২০০৯**	**২০২৩**
জনবল	৩৯৭ জন	১৫৩০ জন
অফিস	১৭টি	৭১টি
নিজস্ব ভবন	১টি	৬৭টি + প্রধান কার্যালয়
পাসপোর্টের ধরন	হাতে লেখা পাসপোর্ট	মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) প্রবর্তন-২০১০, ই-পাসপোর্ট-২০২০
ভিসা সম্পর্কিত	ম্যানুয়াল ভিসা	মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন-২০১০।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

১। ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধনের পর হতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৮৮,৫০,৬০৬ টি ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৮০টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ধাপে ধাপে বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বার্লিন (জার্মানী), এথেন্স (গ্রিস), ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র), নিউইর্য়ক (যুক্তরাষ্ট্র), লস এনজেলস (যুক্তরাষ্ট্র), বুখারেস্ট (রোমানীয়া), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আবুধাবী (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আম্মান (জর্ডান), মাসকট (ওমান), বাগদাদ (ইরাক), ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), মালে (মালদ্বীপ), কাঠমাণ্ডু (নেপাল), সিঙ্গাপুর সিটি (সিংগাপুর), কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া), দ্যা হেগ (নেদারল্যান্ড), জেনেভা (সুইজারল্যান্ড), কুয়েত সিটি (কুয়েত), দোহা (কাতার), সিডনী (অস্ট্রেলিয়া), ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া), বৈরুত (লেবানন), স্পেন (মাদ্রিদ), লিসবন (পর্তুগাল), রোম (ইতালি), মিলান (ইতালি), মানামা (বাহরাইন), ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), স্টকহোম (সুইডেন), বন্দর সেরি বেগাওয়ান (ব্রুনাই) সহ মোট ৩৩ টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৯ জুলাই, ২০২৩ বাংলাদেশ মিশন মাদ্রিদ, স্পেনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন

২৮ মে, ২০২৩ বাংলাদেশ মিশন সিডনি, অস্ট্রেলিয়ায় ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন

২। ই-গেইট স্থাপন : ই-পাসপোর্ট এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দেশের প্রধান বিমান ও স্থল বন্দরসমূহে ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। ই-গেইট ব্যবহার করে একজন যাত্রী অল্প সময়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। গত ৩০ জুন ২০২১ এ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোট ২৬ (ছাব্বিশ)টি ই-গেইট চালু করা হয়েছে। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ০৬ টি ই-গেইট গত ১৫/১১/২০২২ খ্রি: তারিখে, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে স্থাপিত ০৬ টি ই-গেইট গত ০৮/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে, বেনাপোলস্থল বন্দরে স্থাপিত ০৪ টি ই-গেইট গত ০৪/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং বাংলাবান্দা স্থলবন্দরে ০২ টি ই-গেইট গত ১৯/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে চালু করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ এ ই-গেইট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ই-গেইট ব্যবহার করে এ পর্যন্ত ২,১৬,৪৬৮ জন লোক গমনাগমন করেছেন।

১৫ নভেম্বর ২০২২হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ই-গেইট উদ্বোধন

৮ জানুয়ারি ২০২৩ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট উদ্বোধন

৩। **ই-পাসপোর্ট তৈরীর সক্ষমতা:** পূর্বে পাসপোর্ট বুকলেট বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও বর্তমানে উত্তরাস্থ দিয়াবাড়িতে ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্স-এ ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরী করা হচ্ছে। শুধুমাত্র কাঁচামাল আমদানি ছাড়া পাসপোর্ট উৎপাদনের বাকী প্রক্রিয়া দেশের অভ্যন্তরে সম্পন্ন করা হচ্ছে। দৈনিক প্রায় ২২,০০০-২৩,০০০ বুকলেট তৈরী করা হচ্ছে। এই সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের বিপুল অর্থ সাশ্রয় করছে।

ই-পাসপোর্ট তৈরীর চিত্র

৪। **রাজস্ব:** ইমিগ্রেশন ও পসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের রাজস্ব অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর রাজস্ব আয় করেছে প্রায় ২৪৯০,৮৭,৭৪,০০০ (দুই হাজার চারশত নব্বই কোটি সাতাশি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা (মিশনসমূহের আয় ব্যতিত)। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৬৭,৭৫,৪৩,০০০ (একশত সাতষট্টি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা।

চলমান কার্যক্রম :

১। **জনবল বৃদ্ধি :** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে নতুন অনুমোদিত ৩৪৬ পদসহ বর্তমান বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে জনবল ১৫৩০ জন। যার মধ্যে পূরণকৃত পদ ১১৯২ টি।

২। **ই-ভিসা প্রণয়ন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে গত ১৮/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে SITA কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের উপর কারিগরি কমিটি গত ২৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৩। **ই-টিপি প্রণয়ন:** ই-টিপি রাজস্বখাত হতে বাস্তবায়নের জন্য DG Infotech Ltd এর সাথে গত ২৯/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ই-টিপি ডিজাইন সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক গত ১৩/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী চূড়ান্ত নমুনা কপি সরবরাহের জন্য DG Infotech Ltd কে গত ২১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে। ই-টিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে SRS (কর্মপরিকল্পনা) DG Infotech Ltd হতে পাওয়া গেছে যা কমিটি পর্যালোচনা করছে।

৪। **প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন :** ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মাহসড়কের পাশে নোয়াদ্দা, বাগৈর মৌজার ৫৭১ (পাঁচশত একাত্তর) শতক জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক ঢাকা বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহনের নিমিত্ত মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে ০৩/০৮/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র পাওয়া যায়। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মূল্য পরিশোধ সম্ভব হয়নি বিধায় নুতন করে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প আকারে গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫। দ্বিতীয় পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ : পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণের জন্য রাজউকের সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্প এলাকায় এক বিঘা আয়তনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ পেয়ে তার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা সংবলিত একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক তার ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান প্রকল্পসমূহ :

১। ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকল্প : ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানী এবং বাংলাদেশের মধ্যে ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি অর্থায়নে ৪ হাজার ৬৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে ‘ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন’ শীর্ষক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়। ৪৮ পাতা/৬৪ পাতা বিশিষ্ট ৫ বছর/১০ বছর মেয়াদী পাসপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ, ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির নিমিত্ত একটি অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে তিনটি বিমানবন্দর ও দুটি স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেইট স্থাপন, সকল সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণসহ ১০ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান, একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা সেন্টার ও একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, পার্সোনালাইজেশন সেন্টারে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য ৮টি প্রিন্টিং মেশিন স্থাপন, বাংলাদেশে ৭২টি পাসপোর্ট অফিস, ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিস, ২৭টি বহিরাগমন চেকপোস্ট এবং বিদেশে ৮০টি মিশনে সকল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বর্ণিত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ১০০ জনকে জার্মানিতে এক সপ্তাহব্যাপী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন/চলমান আছে।

২। ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অধীন ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নড়াইল, শেরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী ও পিরোজপুর জেলায় ৮৭ কোটি ৩৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর এর জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা থাকায় উক্ত অফিসের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের সাথে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর যুক্ত করা হয় এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজস্ব ভবন নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়। একই সাথে অত্র প্রকল্পের আওতায় সিলেট, মসুরাবাদ, যশোর ও কক্সবাজার এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প :

১. ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প : ২০১১ সালে যশোর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম এই চারটি নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ছিল ৩৫.৯৬ কোটি টাকা।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যশোর

২. ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প : ২০১৪ সালে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩.২০ কোটি টাকা। অফিস ভবনগুলো হলো ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গোপালগঞ্জ

৩. ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প : ২০১৭ সালে ১৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়, যার প্রকল্প ব্যয় ছিল ১৩১.৪২ কোটি টাকা। উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যাত্রাবাড়ি

৪. পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প : দেশে ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরী, মুদ্রণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য উত্তরাস্থ দিয়াবাড়িতে ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্স নির্মণ করা হয়েছে। ১০ (দশ) তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই ভবনটি ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৫-২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই ভবন হতে পাসপোর্ট তৈরীর পাশাপাশি ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, নেটওয়্যার্ক কানেক্টিভিটি, স্টোরিং ও দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে এই ভবনের পাশের প্লটে পার্সোনালাইজেশন-২ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্স

৫. ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প : ২০২০ সালে ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তার প্রকল্প ব্যয় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর এর নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, শরীয়তপুর

৭. "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি)" শীর্ষক প্রকল্প : ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২৩ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশে এমআরপি ও এমআরভি প্রবর্তন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ৬৪ জেলায় ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৭২টি বাংলাদেশ মিশন ও ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার ও যশোরে একটি আপদকালীন ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) : প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সর্বমোট ২২ (বাইশ) টি সূচকের মধ্যে ১৬ (ষোল) টি সূচক ১০০%, ১ (এক) টি সূচক ৯৫%, ১ (এক) টি সূচক ৯০% এবং ১ (এক) টি সূচক ৬০% বাস্তবায়ন হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১৫ (পনের) টি কার্যক্রমের মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ) টি কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন হয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার সকল কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৮ (আটচল্লিশ) টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৮ (আঠাশ) টি ইন-হাউজ ও ০৬ (ছয়) টি কর্মশালা রয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন ও পুরস্কার প্রদান : শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ থেকে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ;

ক) কল সেন্টারঃ পাসপোর্ট সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর গত ৩১ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পাসপোর্ট বাতায়ন নামে কল সেন্টার চালু করে। বাংলাদেশি নাগরিকগণ দেশের ভেতর থেকে ১৬৪৪৫ এ এবং বিদেশ থেকে ০৯৬৬৬৭১৬৪৪৫ এ হটলাইন নম্বর কল করে পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে।

কল সেন্টারে কর্মরত কর্মীগণ

খ) পার্সোনালাইজেশন রিপোর্টিং সফটওয়্যার ডিজিটাইজড করা হয়েছে এর ফলে স্বল্প সময়ে নিখুঁত রিপোর্ট তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তমচর্চা ও সেবা সহজীকরণে উদ্যোগ:

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১.	**প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ :**	কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ২ থেকে ৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।
২.	**অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ**	ই-পাসপোর্ট সার্ভারের সাথে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের সংযোগের ফলে পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ সকল ব্যাংকে এ-চালান, ই-চালানের মাধ্যমে এবং অনলাইনে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে এবং ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পাসপোর্ট ফি জমা দিতে পারছে।
৩.	**বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :**	বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারছেন।
৪.	**অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল :**	পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
৫.	**গণশুনানির আয়োজন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত : ১ দিন গণশুনানি আয়োজন করা হচ্ছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৬.	**হেল্প ডেস্ক স্থাপন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭.	**মোবাইল এসএমএস সার্ভিস :**	পাসপোর্টে আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস করে এমআরপি আবেদনপত্রের অবস্থান এবং ১৬৪৪৫ নম্বরে এসএমএস করে ই-পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।
৮.	**ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান :**	পাসপোর্ট ও ভিসা সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯.	**ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান :**	প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।
১০.	**মোবাইল টিমের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ :**	প্রতিটি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহ হতে মোবাইল টিমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ফলে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।
১১.	**ই-কিউ ব্যবস্থা চালুকরণ :**	ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে।
১২.	**ওয়েটিং রুম স্থাপন :**	সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আগত সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৩.	**সাপোর্ট সেল স্থাপন :**	প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৭১ টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি ও ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১৪.	**হজযাত্রীদের জরুরি পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ বুথ স্থাপন :**	২০১৯ সালে পবিত্র হজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ কেন্দ্র হতে জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।
১৫.	**পানির ব্যবস্থা, শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন :**	বিভিন্ন বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন :

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	ই-পাসপোর্ট চালুকরণ	২২ শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ই-পাসপোর্ট উদ্বোধনের পর দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে এবং ১৬টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
২	ই-ভিসা চালুকরণ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে গত ১৮/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে SITA কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের উপর কারিগরি কমিটি গত ২৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এছাড়াও e-visa কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২৮/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে G2G কমিটির কার্যক্রম চলমান।

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত পরিকল্পনা	মন্তব্য
৩	একটি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতি মুক্ত, দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখা।	**আধুনিক ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ** : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মাহসড়কের পাশে নোয়াদ্দা, বাগৈর মৌজার ৫৭১ (পাঁচশত একাত্তর) শতক জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক ঢাকা বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে ০৩/০৮/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র পাওয়া গিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মূল্য পরিশোধ সম্ভব হয়নি বিধায় নূতন করে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প আকারে গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪	নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবা পরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন।	ক) ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সব ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। খ) অনলাইন Client Satisfaction Register কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। গ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
৫	নিয়ামানুবর্তীতা এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেয়া হবে।	ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-হাজিরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খ) মোটিভেশন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানাস্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।	ক) ডি-ফাইলিং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। প্রায় ৮৫% নথি ডি-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। খ) মাঠ পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ) কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ঘ) প্রক্রিয়াধীন পাসপোর্ট এর সর্বশেষ অবস্থান জানার জন্য পাসপোর্ট ট্র্যাকিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঙ) পাসপোর্ট অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ডে-কয়ার সেন্টার গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে।	ক) সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে স্থাপন করা হয়েছে। খ) অধিকাংশ পাসপোর্ট অফিসে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অফিসগুলোতে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা : নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) প্রবর্তনসহ ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইটের কার্যক্রম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল ও কক্সবাজারে নির্মিত বিমানবন্দরে সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাসপোর্ট, ভিসা ও বহিরাগমন সেবা-কে বিশ্বমানে উন্নীতকরণ।